বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

Website : www.bteb.gov.bd

প্রবিধান-২০১৬

সার্টিফিকেট কোর্স/এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর মেয়াদি)

বাকাশিবো/একাডে/ / মে, ২০১৬

সার্টিফিকেট কোর্স/এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স (১ বছর মেয়াদি)

১. নাম, মেয়াদ ও কাঠামোঃ

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীনে পরিচালিত এ শিক্ষাক্রমের নাম হবে সার্টিফিকেট কোর্স/এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স এবং সনদপত্রের নাম হবে Certificate in /Advanced Certificate in (সংশ্লিষ্ট ট্রেডের নাম)।

১.২ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ হবে এক বৎসর এবং ১ম ও ২য় (সেমিস্টার) পর্বে বিভক্ত করে বাসত্মবায়ন করা হবে।

১.৩ প্রতি পর্বের (সেমিস্টারের) অধ্যয়নকাল হবে পর্ব সমাপনী পরীক্ষানুষ্ঠানসহ ১৬-১৮ কার্যসপ্তাহ এবং প্রতি কার্যসপ্তাহ হবে ৬ কার্যদিবস। প্রতি সপ্তাহে ৩০-৩৬ পিরিয়ড ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতি পিরিয়ডের সময় হবে ৫০ মিনিট।

১.৪ ২য় পর্ব (সেমিস্টার) বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার পরে ০৮ সপ্তাহ মেয়াদি ট্রেড সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাসত্মব প্রশিক্ষণ (ইন্টার্নিশীপ/অন জব ট্রেনিং)-এ নিয়োজিত রাখতে হবে।

১.৫ ট্রেড পাঠ্যসূচিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ এবং উহার সাপ্তাহিক পিরিয়ড ও মানবণ্টন অনুযায়ী শিক্ষাক্রম/কোর্স পরিচালিত হবে।

১.৬ ১ম পর্বের পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট কর্তৃক গৃহীত ও মূল্যায়িত হবে এবং ২য় পর্বের পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ও কেন্দ্রীয়ভাবে বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত হবে। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ১ম ও ২য় পর্বের ক্লাস সমাপনামেত্ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১.৭ এ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচি বিন্যাসে পাঠ্যবিষয়ের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক অংশের সাপ্তাহিক ক্লাসকে যথাক্রমে T (থিওরী) ও P (প্রাকটিক্যাল) দ্বারা বুঝানো হবে এবং সপ্তাহে প্রতি এক পিরিয়ডের তত্ত্বীয় ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট আওয়ার ও প্রতি তিন পিরিয়ডের ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এক ক্রেডিট আওয়ার নির্ধারিত হবে। এক ক্রেডিট আওয়ার -এর মান হবে ৫০ নম্বর।

১.৮ শিক্ষাক্রম কাঠামোতে বিষয়/বিষয়সমূহের পরিবর্তন, নবায়ন ও সংযোজন এবং নতুন পাঠ্যসূচি সংযোজন ও বিদ্যমান পাঠ্যসূচি বিয়োজন করার ক্ষমতা ১৯৬৭ সনের ১নং কারিগরি শিক্ষা আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

২. ভর্তির নিয়মাবলীঃ

২.১ সার্টিফিকেট কোর্স এ ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস। ভর্তি/রেজিস্ট্রেশনের সময় মূল সদনপত্র/মূল নম্বরপত্র জমা দিতে হবে।

২.২ এডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স এ ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে সণাতক বা সমমানের পরীক্ষায় পাস।

২.৩ বোর্ডের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশকৃত নীতিমালা অনুসারে ১ম পর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

২.৪ ভর্তির ক্ষেত্রে বয়স ও পাসের সন শিথিলযোগ্য।

৩. নিবন্ধনঃ

৩.১ প্রথম পর্বে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নিবন্ধন ফরম (RIF) পূরণ করে বা বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে Online-এর মাধ্যমে এবং নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি বোর্ডের অনুকূলে প্রদানপূর্বক ক্লাস শুরুর ৪৫/৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে।

৩.২ নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ভর্তি শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৩ শিক্ষাবর্ষ।

৩.৩ তিন শিক্ষাবর্ষ পর কোন শিক্ষার্থী বিশেষ কারণে এ শিক্ষাক্রমে অধ্যয়ন করতে চাইলে তাকে বোর্ড নির্ধারিত রিটেনশন ফি (সংযোগ রক্ষাকারী ফি) দিয়ে নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে। এ নবায়নের মেয়াদ হবে এক বছর। এ সুযোগ শুধুমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে।

৪. মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পর্বের গুরুত্বঃ

৪.১ এ কোর্সে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট কোর্সের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পর্বের গুরুত্ব হবে নিম্নরূপঃ

পর্ব ভিত্তিক GPA -এর গুরুত্ব

১ম সেমিস্টারঃ ৩০%

২য় সেমিস্টারঃ ৭০%

৪.২ গ্রেডিং পদ্ধতি (The Grading System) t

প্রতি পর্বে একজন শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) অর্জন করবে। নিম্নবর্ণিত নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে লেটার গ্রেড এবং তার বিপরীতে গ্রেড পয়েন্ট প্রদান করা হবে।

শ্রেণি ব্যাপ্তি	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)
৮০% এবং এর উপর	A^+	4.00
৭০% থেকে ৭৯%	A	3.50
৬০% থেকে ৬৯%	A^-	3.00
৫০% থেকে ৫৯%	B+	2.50
৪০% থেকে ৪৯%	B	2.00
৪০% এর নিচে	F	00.00

৪.৩ গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA)ঃ

নিম্নে একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ভিত্তিক **GPA** হিসাব পদ্ধতি দেখানো হলঃ

বিষয়ের শিরোনাম	T	P	C	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট (GP)	(C×GP)
Anatomy	2	6	4	A	৩.৫০	১৪.০০
Physiology	2	6	4	B^+	২.৫০	১০.০০
Ruminant Animal Production	2	6	4	B^+	২.৫০	১০.০০
Animal Reproduction (AI)	2	6	4	A^+	৪.০০	১৬.০০
Pathology and Parasitology	2	6	4	A^+	৪.০০	১৬.০০

$\sum C = ২০$ $\sum C \times GP = ৬৬$

$$\textbf{GPA} = \frac{\sum C \times GP}{\sum C} = \frac{66}{20} = 3.30$$

৪.৪ CGPA (Cumulative Grade Point Average) হিসাব পদ্ধতিঃ

পর্ব	পর্ব ভিত্তিক GPA	গুরুত্ব	গুরুত্ব অনুযায়ী অংশ
১ম	৩.৩০	৩০%	০.৯৯
২য়	৪.০০	৭০%	২.৮০

CGPA = ৩.৭৯

৪.৫ কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাসের শতকরা ৮০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে তাকে পর্ব মধ্য এবং পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কারণে ইন্সটিটিউটের শিক্ষা বিষয়ক পরিষদ সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ উপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। পর্ব মধ্য/পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্ব মধ্য পরীক্ষা/এন্ট্রিফরম পূরণের দিন পর্যমত্ম অনুষ্ঠিত ক্লাসের ভিত্তিতে হাজিরা হিসাব করতে হবে। পর্ব মধ্য পরীক্ষায় নির্ধারিত হাজিরা না থাকার কারণে যারা অংশগ্রহণ করতে পারবে না তাদের পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না।

৪.৬ কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ অথবা শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণে পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে যে পর্বে ব্যর্থ হয়েছে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট পর্বে রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পূনরায় ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে।

৪.৭ তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের মোট নম্বরের ৬০% নম্বর বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা(চূড়ামত্ম মূল্যায়ন) এবং ৪০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে। ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের মোট নম্বরের ৪০% নম্বর বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা এবং ৬০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

৪.৮ বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নে সকল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশে পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।

৪.৯ বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পাস নম্বর হবে শতকরা ৪০।

৪.১০ শিক্ষার্থী ধারাবাহিক মূল্যায়নে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়/বিষয়াংশে পৃথকভাবে পাস নম্বর পেলে ১ম ও ২য় পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫. ধারাবাহিক মূল্যায়নঃ

৫.১ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন হবে।

৫.২ তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবণ্টন হবে নিম্নরূপ (মোট নম্বরের শতকরা হারে) ঃ

পর্বমধ্য পরীক্ষা		ঃ ৪০%
ক্লাসটেস্ট(শ্রেণি অভিক্ষা)		ঃ ২০%
কুইজ(স্বল্প সময়ে ও অঘোষিত শ্রেণি পরীক্ষা)		ঃ ১৫%
এসাইনমেন্ট		ঃ ১০%
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা		ঃ ০৫%
হাজিরা ও আচরণ		ঃ ১০%
(উপস্থিতিঃ	৯০% এর উপরে	ঃ ১০%
	৮০%-৯০%	ঃ ০৮%
	৭০%-৭৯%	ঃ ০৬%)

৫.৩ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের মানবণ্টন হবে নিম্নরূপ (মোট নম্বরের শতকরা হার)ঃ

পর্বমধ্য পরীক্ষা	ঃ ২০%
জব/এক্সপেরিমেন্ট	ঃ ৫০%
জব/এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	ঃ ৫%
মৌখিক পরীক্ষা	ঃ ১০%
হাজিরা ও আচরণ	ঃ ১০%
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	ঃ ৫%

৫.৪ প্রতি পর্বের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ৮ম/৯ম সপ্তাহে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অংশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্বমধ্য পরীক্ষা গ্রহণ করবে।

৫.৫ প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তাঁর মনোনিত শিক্ষক পর্বমধ্য পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি পরীক্ষা আরম্ভের কমপক্ষে একমাস পূর্বে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করবেন।

৫.৬ পর্বমধ্য পরীক্ষার সময় হবে এক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য এক ঘন্টা ও একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দেড় ঘন্টা। পর্বসমাপনী পরীক্ষার সময় হবে এক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য দুই ঘন্টা এবং একাধিক ক্রেডিট বিশিষ্ট বিষয়ের জন্য তিন ঘন্টা।

৫.৭ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পর্বমধ্য পরীক্ষার সময়কাল বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নির্ধারণ করবেন। তবে এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমোদন থাকতে হবে।

৫.৮ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পর্বমধ্য পরীক্ষার নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ (মোট নম্বরের শতকরা হার)।

ব্যবহারিক কাজ	ঃ ৭০%
সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন	ঃ ১০%
মৌখিক পরীক্ষা	ঃ ১০%
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	ঃ ১০%

ব্যবহারিক কাজের নির্ধারিত ৭০% নম্বর কাজের প্রকৃতি/ধরন অনুসারে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক বিভাজন করবেন।

৫.৯ পর্বমধ্য পরীক্ষার জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অংশে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। একের অধিক শিক্ষক একই বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্দেশক্রমে প্রত্যেকে আলাদাভাবে অথবা সকলে সম্মিলিতভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৫.১০ ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ পর্বমধ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতি বিষয়ের প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখায় প্রেরণ করবেন।

৫.১১ বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনিত এক/দুই জন শিক্ষকসহ গঠিত কমিটির প্রধান হিসেবে প্রশ্নপত্র মডারেশন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৫.১২ পর্বমধ্য পরীক্ষার ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের ব্যবহারিক কাজ ও তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের উত্তরপত্র সাধারণত শ্রেণি শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক থাকলে পর্বমধ্য পরীক্ষার ব্যবহারিক কাজ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ব্যবহারিক কাজ ও উত্তরপত্র বিষয় শিক্ষকদের মধ্যে বদল করে দেয়া যেতে পারে।

৫.১৩ মূল্যায়িত ব্যবহারিক কাজ ও পরীক্ষিত উত্তরপত্র নম্বরসহ নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তাঁর মনোনীত শিক্ষকদের নিকট জমা দিতে হবে।

৫.১৪ পর্বমধ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, মূল্যায়িত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রামন্ত যাবতীয় রেকর্ড বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ হতে ছয় মাস পর্যমন্ত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্দেশিত হলে উহা বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে। অগ্রগতি কার্ডে ধারাবাহিক নম্বর প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.১৫ মূল্যায়িত ব্যবহারিক কাজ ও তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিষয় শিক্ষক পর্বমধ্য পরীক্ষার পরীক্ষিত উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদেরকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে দেখানোর পর নম্বর তালিকাসহ ইন্সটিটিউট প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৫.১৬ বিষয় শিক্ষক পর্বমধ্য পরীক্ষার পূর্বে ও পরে তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর ন্যূনতম ২টি করে শ্রেণি পরীক্ষা এবং ২টি করে কুইজ গ্রহণ করবেন। শ্রেণি পরীক্ষার স্থান ও সময়সূচি শিক্ষক পূর্বেই ঘোষণা করবেন এবং নির্ধারিত পিরিয়ডে এই পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। কুইজ ক্লাশ চলাকালীন যে কোন সময়ে গ্রহণ করা যাবে।

৫.১৭ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বোর্ডের নমুনা মোতাবেক একটি অগ্রগতি কার্ড পূরণ করার ব্যবস্থা নিবেন। বিভাগীয় প্রধান অথবা তাঁর মনোনিত কোন শিক্ষক এই অগ্রগতি কার্ড পূরণ করবেন। অগ্রগতি কার্ড মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করতে হবে।

৬. চূড়ান্ত মূল্যায়ন

৬.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২য় পর্ব সমাপনামেত্ম ২য় পর্বের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করবে।

৬.২ বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা বোর্ড নির্ধারিত কেন্দ্রে/প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষার বিসত্মারিত সময়সূচি ও পরীক্ষার কেন্দ্র সম্বন্ধে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে।

৬.৩ বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (অফিসার ইনচার্জ) তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

৬.৪ তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার সময় হবে ৫০ নম্বর বিশিষ্ট বিষয়/বিষয়াংশের ক্ষেত্রে ২ ঘন্টা এবং তদুর্ধ্ব নম্বর বিশিষ্ট বিষয়/বিষয়াংশের ক্ষেত্রে ৩ ঘন্টা।

৬.৫ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার সময় হবে ৩ঘন্টা।

৬.৬ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ (মোট নম্বরের শতকরা হার)।

ব্যবহারিক কাজ	ঃ ৭০%
সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন	ঃ ১০%
মৌখিক পরীক্ষা	ঃ ১৫%
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	ঃ ০৫%

ব্যবহারিক কাজের নির্ধারিত ৭০% নম্বর কাজের প্রকৃতি/ধরন অনুসারে বিভাজন করতে হবে।

৬.৭ ১ম ও ২য় পর্বের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বোর্ড হতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বোর্ড মনোনীত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হবে।

৬.৮ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর উত্তরপত্রসমূহ অভ্যমত্মরীণভাবে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত হবে।

৬.৯ ১ম পর্বের ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদানে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অন্য যে কোন শিক্ষককে নিয়োগ করতে পারবেন।

৬.১০ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার পরীক্ষিত উত্তরপত্র, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল নিরীক্ষণ করার পর প্রতিষ্ঠান প্রধান ফলাফল সংকলনের (টেবুলেশন) ব্যবস্থা করবেন এবং দুই কপি টেবুলেশন সীট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদনক্রমে যথারীতি ফলাফল ঘোষণা করবেন এবং এক কপি টেবুলেশন শীট বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

৬.১১ ১ম পর্বের মূল্যায়িত ব্যবহারিক কাজ ও পরীক্ষিত উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রামত্ম যাবতীয় রেকর্ড বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ হতে ছয় মাস পর্যমত্ম প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নির্দেশিত হলে এই সকল তথ্য বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৬.১২ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের অনুমোদিত ফলাফলের ভিত্তিতে ১ম পর্বের জন্য প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিতভাবে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক. কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা।

খ.অনুত্তীর্ণ বিষয় উল্লেখপূর্বক পরবর্তী পর্বের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা।

৬.১৩ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অনধিক দুইটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ২য় পর্বে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে এবং তাদেরকে ফল প্রকাশের ৪০ দিনের মধ্যে পরিপুরক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। পরিপুরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরবর্তী ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার সময় ১ম পর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষায় পুনরায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে ২-এর অধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে তাকে পুনঃভর্তি হয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাসে ও অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

৬.১৪ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্বে ঐ বিষয়ে/বিষয়দ্বয়ে পাস করলে এ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী তাহাদের ১ম পর্বের ফলাফল পরিমার্জন করা হবে। তবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১ম পর্বের ঘোষিত মেধা তালিকায় ইহার কার্যকারিতা থাকবে না।

৬.১৫ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষার অব্যবহতি পরে অভ্যমত্মরীণভাবে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শতকরা ১০ ভাগ এবং ৪০% হতে ৪৯% নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শতকরা ১০ ভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডে চাহিবা মাত্র প্রেরণ করতে হবে। বোর্ড আমত্মঃপ্রতিষ্ঠানের মান পরীক্ষা করার জন্য প্রেরিত উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়ন করবে এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানের সমতা বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রদান করবে। বোর্ডের মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর ও প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে ২০% এর অধিক তারতম্য দেখা দিলে বোর্ড প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং পরবর্তী পর্ব চলাকালীন সময়ে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র, ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়িত উত্তরপত্র বা ব্যবহারিক কাজ বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়ন করার নিমিত্ত নির্দেশিত হলে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৬.১৬ ২য় পর্বের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্রসমূহ অনাভ্যমত্মরীণ পরীক্ষকের মাধ্যমে অর্থাৎ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষিত হবে।

৬.১৭ ২য় পর্বের তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়াংশের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা সমাপনামেত্ম একই দিনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথারীতি বীমাকৃত পার্শেল ডাকযোগে উত্তরপত্র বোর্ডে পাঠাবেন। বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত পরীক্ষকগণ উহা মূল্যায়ন করবেন।

৬.১৮ ২য় পর্বের ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক যৌথভাবে গ্রহণ করবেন। বোর্ড হতে অনাভ্যমত্মরীণ পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক নিয়োগ করবেন। সাধারণত বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য অভ্যমত্মরীণ পরীক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হবেন।

৬.১৯ ২য় পর্বের ক্লাশ চলাকালীন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজ, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ ও অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষক পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয় করতে পারবেন। এই বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে অনাভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬.২০ ২য় পর্বের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রের প্রাপ্ত সুবিধাদির ভিত্তিতে অনাভ্যমত্মরীণ ও অভ্যমত্মরীণ পরীক্ষকগণ পরীক্ষা কেন্দ্রে যৌথ তত্ত্বাবধানে বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নপত্রের দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

৬.২১ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় অনধিক দুইটি বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থী ঐ বিষয়/বিষয়াংশে উত্তীর্ণ হলে তাকে ১ম পর্বের কৃতকার্য ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ১ম পর্বের বিষয়/বিষয়াংশে কৃতকার্য হওয়া ব্যতিরেকে ২য় পর্বের পরীক্ষার বিষয়সমূহে কৃতকার্য হলে তার ২য় পর্বের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। তবে ১ম ও ২য় পর্বের সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে তার সনদ প্রদান করা হবে।

৬.২২ ২য় পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অনধিক দুইটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাদেরকে ফল প্রকাশের ৪০ দিনের মধ্যে পরিপুরক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। পরিপুরক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরবর্তী ১ম/২য় পর্বের সমাপনী পরীক্ষার সময় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষায় পুনরায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে ২-এর অধিক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে তাকে পুনঃভর্তি হয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাসে ও অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৭ কর্মক্ষেত্রে বাসত্মব প্রশিক্ষণ (ইন্টার্নিশীপ/অন জব ট্রেনিং) ঃ

৭.১ ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার পূর্বে ৮ সপ্তাহ ট্রেড সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্র বাসত্মব প্রশিক্ষণ (ইন্টার্নিশীপ) এর ব্যবস্থা করতে হবে বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাসত্মব প্রশিক্ষণের বিকল্প হিসেবে প্রকল্প কাজের মাধ্যমে বাসত্মব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্প কাজের বিষয়বস্ত্ত এবং কাঠামো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণয়ন করবে এবং এই প্রশিক্ষণ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

৭.২ ট্রেড সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাসত্মব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ সম্ভব না হলে বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রকল্প কাজের মাধ্যমে ইহা সম্পন্ন করতে হবে।

৮ সনদ প্রদানঃ

৮.১ ১ম ও ২য় পর্বের পরীক্ষায় সকল বিষয়ে কৃতকার্য হলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা এবং ট্রেড সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণে (ইন্টার্নিশীপ) প্রাপ্ত CGPA -এর ভিত্তিতে বোর্ড নির্ধারিত বিন্যাস অনুযায়ী ফলাফল সংকলন করে সার্টিফিকেট কোর্সের সনদপত্র প্রদান করা হবে।

৮.২ সাময়িক সনদ/মূলসনদপত্র শিক্ষাক্রমের মেয়াদ উল্লেখসহ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রদান করা হবে।

৮.৩ সনদপত্রের নাম হবে Certificate in/Advanced Certificate in (সংশ্লিষ্ট ট্রেডের নাম)।

৮.৪ ১ম পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রতিষ্ঠান ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করে অধ্যক্ষের স্বাক্ষরে বিতরণ করবে এবং ২য় পর্বের ট্রান্সক্রিপ্ট ইংরেজি ভাষায় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হবে।

৯ পর্ব উত্তরণ ঃ

৯.১ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্য শিক্ষার্থীদেরকে ২য় পর্বের যথারীতি প্রমোশন দেয়া হবে।

৯.২ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থী অনধিক দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলেও ২য় পর্বে প্রমোশন দেয়া হবে। কিন্তু তাদেরকে ২য় পর্বের পর্ব সমাপনী পরীক্ষার নির্ধারিত বিষয়াদির সহিত ১ম পর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষায় পুনরায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১০ পুনঃভর্তিঃ

১০.১ কোন শিক্ষার্থী ১ম পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২য় পর্বে অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকলে ঐ শিক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে পরপর সর্বাধিক তিনবার ২য় পর্বে পূনঃভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। পর্ব আরম্ভের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে পূনঃভর্তি সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

১০.২ ১ম পর্বে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রতি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে কতৃকার্য না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। তবে যে শিক্ষাবর্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হয়েছে তার অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে পুনরায় ১ম পর্বে ভর্তি হতে পারবে। ১ম পর্বে পুনঃভর্তির এ সুযোগ কেবলমাত্র একবারই গ্রহণ করতে পারবে।

১০.৩ ১ম পর্বের কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অথবা শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে উক্ত শিক্ষার্থী ১ম পর্বে ভর্তি হতে পারবে। এ সুযোগ পরবর্তী এক শিক্ষাবর্ষ পর্যমত্ম গ্রহণ করা যাবে।

১০.৪ ২য় পর্বে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে কৃতকার্য না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না। তবে যে শিক্ষাবর্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য হয়েছে তার অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে পুনরায় ২য় পর্বে ভর্তি হতে পারবে। এ সুযোগ কেবলমাত্র একবার গ্রহণ করা যাবে।

১০.৫ ২য় পর্বের কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা না থাকার কারণে অথবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষয়ক পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোন কারণে ২য় পর্বের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় ফরম পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে পুনরায় ভর্তি হতে পারবে। ২য় পর্বে পুনঃভর্তির এ সুযোগ কেবলমাত্র একবার গ্রহণ করা যাবে।

১১ অনিয়মিত শিক্ষার্থী ঃ

১১.১ ১ম পর্বের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে সমাপনী পরীক্ষায় অনধিক দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে ২য় পর্বে অধ্যয়ন করতে পারবে। উক্ত শিক্ষার্থী পরবর্তী ১ম পর্বের পরীক্ষার সময় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ১ম পর্বের অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়দ্বয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে তাঁকে প্রতি বিষয়ের জন্য কেন্দ্রের নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে।

১১.২ ১ম পর্বের সমাপনী পরীক্ষায় তিন বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার সময় ১ম পর্বের অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ ছাত্রছাত্রীকে কেন্দ্রের নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে। এ সুযোগ পরবর্তী এক শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত গ্রহণ করা যাবে।

১১.৩ অনিয়মিত পরীক্ষার্থীগণ ধারাবাহিকভাবে বা পর্যায়ক্রমে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাকে বোর্ড নির্ধারিত ফিসহ প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করতে হবে। এ সুযোগ রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

১১.৪ ২য় পর্বে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী ২য় পর্বের পরীক্ষার সময় তার অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদেরকে প্রতি বিষয়ের জন্য বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে।

১২ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলাবিধিঃ বোর্ড অনুমোদিত পরীক্ষানুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলা বিধি ও উপবিধি এই শিক্ষাক্রমের জন্য অনুসরণ করতে হবে।

১৩ প্রাধিকারঃ এই প্রবিধানের কোন ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।